অবশেষে নিস্ক্রিয় করা হয়েছে বোমাটি

মেহেরপুর জন স্বাস্থ্য প্রকৌশলীর কার্যালয়ের সামনে পড়ে থাকা সার্কিটযুক্তযুক্ত বোমাটি দুইদিন ধরে পুরিশ ঘিরে রাখার পর আজ শনিবার সকালে নিস্ক্রিয় করা হয়েছে।

এর আগে রোববার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে ঢাকা থেকে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের দু’টি দল মেহেরপুর আসে।

পরিদর্শক মোদাচ্ছের কাউছারের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের বোমা বিশেষজ্ঞ দল ও পরিদর্শক ইসরাফিল ভূঁইয়ার নেতৃত্বে ৬ সদস্যের অপর একটি তদন্ত দল ঘটনাস্থলে আসে। সকাল ৮টার দিকে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের পরিদর্শক ইসরাফিল ভূঁইয়ার নেতৃত্বে ৬ সদস্যের তদন্ত দল কাজ শুরু করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর পরিদর্শক মোদাচ্ছের কাউছারের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের বোমা বিশেষজ্ঞ দল বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটান। এসময় বিকট শব্দে এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

তবে মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম তাৎক্ষণিকভাবে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন এটি বোমা ছিল না। সার্কিটের সঙ্গে ডিভাইস থাকায় নেগেটিভ-পজেটিভ এক হওয়ায় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটেছে। এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যই কে কারা এ কাজ করেছে। ডিভাইসযুক্ত সার্কিটের ভেতর বালু ছিল।

তিনি আরও জানান, খুলনা বিভাগীয় পুলিশ কমিশনার (ডিআইজি) ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন, তিনি পথে আছেন। এ বিষয়ে ১ টার দিকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে।

জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে মেহেরপুর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান ফটকের পাশে একটি ব্যাগের মধ্যে ডিভাইসযুক্ত বোমাটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পরে থানা পুলিশ ওই দিন থেকেই ঘিরে রাখে ঘটনাস্থল। এর মধ্যে র্যাবের বোমা বিশেষজ্ঞ দল খুলনা থেকে এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তবে তাদের কাছে এ ধরনের বোমা নিষ্ক্রিয় করার কোনো যন্ত্র না থাকায় তারা ফিরে যান। পরে ঢাকা থেকে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের দু’টি বিশেষজ্ঞ দল ঘটনাস্থলে আসে। এদিকে বোমার ব্যাগটির পাশেই

আনসারুল্লাহ ইসলামী জঙ্গি সংগঠন লেখা একটি চিরকুট পাওয়া যায়। সেই চিরকুটের কারণেই এলাকাই আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

আজ ‘মেহেরপুর মুক্ত’ দিবস

আজ ৬ ডিসেম্বর। ‘মেহেরপুর মুক্ত’ দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগর খ্যাত মেহেরপুর হানাদার মুক্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা হামলায় দিক-বিদিক হারিয়ে পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীর শেষ দলটি ৫ ডিসেম্বর বিকেল থেকে গোপনে মেহেরপুর ছাড়তে থাকে। পরের দিন ৬ ডিসেম্বর রাজনৈতিক মর্যাদাপূর্ণ মেহেরপুর জেলা হানাদার মুক্ত হয়।
২ ডিসেম্বর গাংনী হানাদার মুক্ত হলে শিকারপুরে (ভারত) অবস্থিত মুক্তি বাহিনীর এ্যাকশন ক্যা¤◌েপর ক্যাপ্টেন তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমা প্রশাসক (এসডিও) তৌফিক ইলাহী চৌধুরী হাটবোয়ালিয়ায় এসে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন করেন। মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী সম্মিলিত ভাবে ৫ ডিসেম্বর মেহেরপুরে প্রবেশ করে। সীমান্তে পাকবাহিনীর পুঁতে রাখা অসংখ্য মাইন অপসারনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর পুরোপুরি ভাবে হানাদার মুক্ত হয় ৬ ডিসেম্বর।
জেলা মুক্তিযোদ্ধার সংসদের সাবেক সাংগঠনিক কমান্ডার আমিরুল ইসলাম বলেন, খলিসাকুন্ডি ব্রীজের কাছে আমরা এন্টি ট্যাংক মাইন পুতে একটি পাকিস্তানী গাড়ি উড়িয়ে দেয় এবং সেই গাড়িতে ৭/৮জন পাকিস্তানি সৈন্য ছিল, এতে তারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পলাশী পাড়া পাগলা সেতুর কাছে আমরা পাক বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ করি। এখানে আমি সামান্য আহত হয় এবং অমার বুকে শেলের টুকরা লাগে। অতঃপর ৬ই ডিসেম্বর আমাদের মেহেরপুর জেলা দখল মুক্ত হয়। ঐদিন মেহেপুরের মুক্তিযোদ্ধারা ও সর্বস্তরের লোক একযোগে রাস্তায় নেমে পড়ে আনন্দে উল্লাসিত হয় এবং মিষ্টি মুখ করে উল্লাসে ফেটে পড়েন। এদিকে, মেহেরপুর মুক্ত দিবস উপলক্ষে আজ শুক্রবার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসন ও জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ। সকাল সাড়ে ৮টায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভবন থেকে বিজয় র্যালী বের করা হবে। র্যালিটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষ মেহেরপুর কলেজ মোড় সংলগ্ম শহীদ স্মৃতি সৌধ ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসন চত্বরে নবনির্মিত গণকবর স্মৃতি ফলকে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পন করা হবে। র্যালী

ও সমাবেশে জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি, পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্টব্যাক্তি বর্গ উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

- নিজস্ব প্রতিবেদক

গাংনীতে ধর্ষিতা নারীর সন্তান প্রসব

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের মিনাপাড়া গ্রামে ধর্ষণের শিকার সেই নারী এবার পুত্র সন্তান প্রসব করেছেন।

গত বুধবার সন্ধ্যার দিকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সন্তান প্রসব করেন।
মামলার বাদী ধর্ষিতা ওই নারী জানান, মিনাপাড়া গ্রামের কুদ্দুস আলীর ছেলে হাসান আলী বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে প্রতিনিয়ত তার সাথে দৈহিক মেলামেশা করায় গর্ভবতি হয়ে পড়ি।

বিষয়টি হাসান আলীকে জানালে সে কিছু টাকা দিয়ে কোন ক্লিনিক থেকে গর্ভপাত ঘটানোর কথা বলে।
ধর্ষিতা নারীর স্বজনরা জানায়, যতোই দিন অতিবাহিত হয় ততোই তার শরীর বাড়তে থাকে। তার শারীরিক অস্থা দেখে বিষয়টি জেনে যায় পরিবারসহ প্রতিবেশী।

এমনকি গ্রামবাসিও। বিয়ের জন্য হাসান আলীকে বারবার অনুরোধ করা হলে সে বিয়েতে অপারগতা প্রকাশ করে।
গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, ধর্ষিতা নারী বাদী হয়ে হাসান আলীর নামে ধর্ষণের একটি মামলা দায়ের করেছে। যার নং ২৪ তাং ২৫/০৬/১৯ ইং।

ধর্ষিতা নারীর মা জানায়, নবজাতকের পিতার স্বীকৃতি চায়। সন্তান প্রসব করার পর থেকে মামলার আসামী ও তার স্বজনরা সন্তান ছিনিয়ে নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

বর্তমানে আমরা আতঙ্কিত অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছি।
গাংনী থানার এস আই ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মাহাতাব আলী জানান, মামলার আসামী হাসানের ডিএনএ টেষ্ট করা হয়েছে।

এখন নবজাতকের ডিএনএ টেষ্ট করতে হবে। ডিএনএ টেষ্টের পর অপরাধী সনাক্ত করা সম্ভব হবে। এরপর আদালতে র্চাজশীট দেয়া হবে। মামলার আসামী হাসান আলী স¤প্রতি জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

- গাংনী প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গায় ভুয়া মেজর আটক

চুয়াডাঙ্গায় সরকারি চাকরি দেয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে ভুয়া মেজর পরিচয় দেয়া এক প্রতারককে আটক করেছে পুলিশ। এসময় তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ৯ লাখ ৩০ হাজার টাকা। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা বাসস্ট্যান্ড থেকে তাকে আটক করে গোয়েন্দা পুলিশ। আটক শাহ জামাল মিন্টু (৩৫) পঞ্চগড় জেলার আটুয়ারী এলাকার মৃত আব্দুল হাকিমের ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই প্রতারককে আটক করা হয়। উদ্ধার করা হয় ৯ লাখ ৩০ হাজার টাকা। সে বিভিন্ন সময়ে চাকুরি দেয়ার নাম করে চুয়াডাঙ্গাসহ বিভিন্ন এলাকায় ভুয়া সেনাবাহিনীর মেজর পরিচয়ে প্রতারণা করে আসছিল।

প্রকৃত পক্ষে সে সেনাবাহিনীর চাকুরিচ্যুত একজন সৈনিক। তার মানি ব্যাগ থেকে দুটি দৈনিক পত্রিকার পরিচয় পত্র উদ্ধার করা হয়। এছাড়া দামুড়হুদা উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামের রফিকুল ইসলাম এবং তার দুই ছেলে বাদশা মিয়া ও হাকিম আলীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে আসা হয়। আটক শাহ জামাল মিন্টুর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দামুড়হুদার চন্ডিপুর গ্রামের রফিকুল ইসলাম জানান, তার দুই ছেলের মধ্যে বাদশা মিয়াকে মৎস অধিদপ্তরে ও হাকিম আলীকে স্বাস্থ্য বিভাগে চাকুরি দেয়ার নাম করে শাহ জামাল মিন্টু মেজর পরিচয়ে

প্রথমে ৭ লাখ ২০ হাজার টাকা এবং আজ (বৃহস্পতিবার) ৯ লাখ ৩০ হাজার টাকা নিয়েছে।

-চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

নওগাঁয় সড়ক দুর্ঘটনায় মা-মেয়ে নিহত

নওগাঁর সদর উপজেলার বটতলী ডাক্তারের মোড় এলাকায় ট্রাকের চাপায় মা ও মেয়ে নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও ২ জন।

সোমবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে নওগাঁ-রাজশাহী মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের পরিচয় জানা যায়নি।

নিহতরা হলেন আদরী বেগম (২৫) ও তার মেয়ে সম্পা (৬)। তারা সদর উপজেলার চক আতিতা গ্রামের বাসিন্দা।

নওগাঁ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) ফায়সাল বিন আহসান গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

– নিউজ ডেক্স

গাংনীতে ২২ বিঘা জমি দখলের চেষ্টা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের সাত্তারের ছেলে আরিফ হোসেন, আনছার আলীর ছেলে সাজেদুল ইসলাম ও ভোলারদাড় গ্রামের রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে কালামের নেতৃত্বে ১৫ থেকে ২০ জন মিলে ২২বিঘা জমির দখলের চেষ্টায় কলাই কেটে নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

তদন্তে বিনিময় দলিল, ভিপি অবমুক্তিপত্র আর এস রেকর্ড আনুসাঙ্গীক কাগজপত্র বিবেচনা করে নালিশী জমিতে আরএস রেকর্ডীয় মালিকগণের স্বত্ত¦ বিদ্যমান থাকায় এ বিষয়ে গাংনী থানায় উভয় পক্ষে ৩শ’ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করে আপোষ মিমাংসার পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ১১জুলাই ২০১৯ইং তারিখে স্মারক নম্বর ০৫.৪৪.৫৭৪৭.০০০.০৪.০১৭.১৯- নিদের্শ দেন তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিষ্ণু পদ পাল।

গাংনী থানার তৎকালীন ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকার উভয় পক্ষকে গাংনী থানায় ৩শ’ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করত আপোষ মীমাংসায় কোন ধরণের ফসল কর্তন বা অত্যাচার করবে না মর্মে অংগীকারবদ্ধ করেন।
সে অঙ্গিকার ভঙ্গ করে সাজেদুল ও কালাম গংরা আবারও বৃহস্পতিবার ভোরে ২২বিঘা জমিতে থাকা কলাই ক্ষেত জোর করে কেটে নিয়ে গেছে।

এ ব্যপারে গাংনী থানায় অভিযোগ করলে ওসি ওবাইদুর রহমান উভয় পক্ষকে নিয়ে শালিস করে ক্ষেতের কলাই ফেরত দেওয়ার জন্য সাজেদুল ও কালাম গংদের নির্দেশ দেন। এ নির্দেশনার পরও তারা ফসল এখন পর্যন্ত ফেরত দেয়নি বলে জানান ভুক্তোভোগিরা।
জানতে চাইলে গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান বলেন, অভিযোগ পেয়েছি বিষয়টি গভীরভাবে তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

এব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান বলেন, জমির মীমাংসার বিষয়ে অবগত নই। তবে আগের কর্মকর্তা যদি ফসল কর্তন বা ফসল তসরুপাত করবে না মর্মে আপোষ মীমাংসার নির্দেশ দিয়ে থাকে এবং আবারও যদি কেউ ফসল কর্তন করে তাহলে বিষয়টি তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

- গাংনী প্রতিনিধি

মেহেরপুরে এসআই আব্বাসের নির্যাতনে জখম ৭

মেহেরপুর সদর উপজেলা বারাদী ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই আব্বাসের নির্যাতনে নারী সহ ৭জন জখম হওয়েছে। এই ৭ জনকে পিটিয়ে জখম করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রবিবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার কলাইডাঙ্গা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।আহতরা বর্তমানে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি আছে।

আহতরা হলেন, মুকুলের স্ত্রী ফেরদৌসী খাতুন, মুকুলের কলেজ পড়ুয়া মেয়ে জ্যোতি ও প্রীতি, তার চাচি আরবীয়া খাতুন, সিমা খাতুন, বাবলু মিয়া।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলা কলাইডাঙ্গা গ্রামের কামরুজ্জামান মুকুল এবং আব্দুল হামিদ লিফন এই দুই পরিবারের মাঝে জমি জায়গা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। যে জমি নিয়ে বিরোধ চলছে সেই জমিতে পাচির দেওয়া ছিল। বিবাদী পক্ষ আব্দুল হামিদ লিফন পাচির টি ভেঙে দেয়। পাচিরটি ভেঙে দেওয়াই মুকুল দের বাড়ি ফাকা হয়ে যায়। এই দেখে মুকুলের পরিবার ভেঙ্গে যাওয়া পাচিরে উপর বেয়া দেওয়াই আব্দুল হামিদ বারাদি পুলিশ ক্যাম্পে খবর দেয়।

পরে ক্যাস্প ইনচার্জ আব্বাস আলী সহ কয়েকজন পুলিশ এসে মুকুলের স্ত্রী সহ সকলের উপরে লাঠিচার্জ করে। এ বিষয়ে আহত মুকুলের স্ত্রী ফেরদৌসী খাতুন জানান, হঠাৎ করে বারাদি ক্যাম্পের পুলিশ আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে এবং আমাদেরকে বিভিন্ন ভাষায় গালাগালি করে এ কথার প্রতিবাদ করলে আমার দুই মেয়ে সহ আমাকে লাঠিপেটা করে এবং আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। আমার জামাকাপড় ছিড়ে দেয়।

তারপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ায় আমার বুকে লাগে। আমার এখন শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। মনসুর আলীর স্ত্রী আরবীয়া খাতুন জানান, পুলিশ বাড়িতে ঢুকেই কোন কথা না বলেই লাঠিচার্জ শুরু করে দেয় আমাদের। এসময় বাড়িতে কোন পুরুষ লোক ছিল না সবাই মাঠে জমিতে গিয়েছিল। বাড়ির মহিলারা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত ছিল। এসময় বাড়িতে কাজ করা তিন জনকে ধরে গাড়িতে তোলে। আমরা কথা বললে আমাকে মারতে শুরু করে। আমার মাজায় ও পিঠে কাঠ দিয়ে দুইটা আঘাত করে।

তারপর আমার ছেলের বউ কিছু বললে তাকে মারতে শুরু করে। এ সময় আমার ছেলের বউকে ঠেকাতে গেলে পুনরায় আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। এরপর নজির আলি, সাজিব আর সোহানকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। কামরুজ্জামান মুকুল বলেন, আমাদের পরিবারের সাথে আব্দুল হামিদ লিফন দের মাঝে জমি জায়গা নিয়ে দীর্ঘদিন বিরোধ চলছে।

এবিষয় নিয়ে বারাদি ক্যাম্পে লিফন প্রায়ই অভিযোগ করে। এ নিয়ে বারাদি ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই আব্বাস আমাকে বিভিন্ন হুমকি দেয়, বাড়িতে পুরুষ মানুষ না পেলে মহিলাদের কে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে।

গত সপ্তাহে আমার মেজো ভাই ও আমার স্ত্রীকে হ্যান্ডকাপ লাগিয়ে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছিল এ সময় অনেকে বাধা দিলে নিয়ে যেতে পারিনি। যে জমি নিয়ে সমস্যা হচ্ছে সেই জমিতে পাশের দেওয়া ছিল ।

সেই দেওয়াল বিবাদী পক্ষ সেই পাশের ভেঙে দেওয়াই আমাদের বাড়িটির সীমানা ফাঁকা হয়ে যায়। ওই পাচীরে ওপর দিয়ে আমরা বেড়া দিলে লিফন বারাদি ক্যাম্পে খবর দেয়।

আজ বারাদী ক্যাম্পের এসআই আব্বাস আলী এসে বলে এই বেড়া দিয়েছে এই বলে আমার চাচা বাবলুকে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে দেয়। বাবলু চাচাকে টানা হেঁচড়া করে নিয়ে যাওয়ার সময় সে অজ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

তিনি আরও বলেন, এই ঘটনায় আমাদের বাড়ির মহিলারা আব্বাস আলীর সাথে কথা বলতে গেলে সে এবং তার সাথে থাকা সঙ্গী পুলিশ আমার পরিবারের উপর লাঠিচার্জ করে এতে আহত হয়। সেই সাথে আমার বাড়িতে কাজ করছিল তিনজনকে আটক করে নিয়ে যায় ক্যাম্পে।

তিনি আরো জানান, জমিজমা বিষয় নিয়ে আমার বাপকে মাডার করা হয়েছিল। সে মামলায় আব্দুল হামিদ লিফোন ৩ নং আসামি।

গতকাল শনিবার এ বিষয়ে নিয়ে এসআই আব্বাস আমাকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দিয়ে বলে মামলা তুলে নিতে হবে ও জমি-জমা ফেরত দিতে হবে।

আপনি পুলিশের লোক হয়ে জনগণকে ধরনের কথা বলা ঠিক না একথা জবাবে এসআই আব্বাস বলে তোর বাবা তো সন্ত্রাসী ছিল এমনিতে মাডার হয়েছে নাকি ? মুকুল আরও বলেন, এসআই আব্বাস আলী এক বছর বারাদি ক্যাম্পে আশায় প্রতিনিয়ত এই জমিজমা বিষয় নিয়ে আমাদেরকে হুমকি দিয়ে আসছে

এবং বাড়িতে এসে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে।

১০০ বছর ধরে এই জমিতে আমরা বাড়ি করে আছি। এই জমি নিয়ে আদালতে মামলা চলছে। মামলা শেষ হলে যার জমি সে পাবে। এর আগে এসআই আব্বাস আলী আমার ভাইকে ধরে নিয়ে যে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে ছেড়েছে। আমাকে প্রতিনিয়ত এখন কে হুমকি দেয় যে তোকে ক্রসফায়ার দেবো। আমি সহ আমার পরিবারের সকলেই আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কাছে আমার একটি অনুরোধ আপনি এ বিষয়টি দেখবেন।

বারাদি ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই আব্বাস আলীর কাছে জানতে চাইলে তিনি বরেন, আমার কাছে অভিযোগ আসলে আমি ঘটনা স্থলে যায়। ঐ স্থানে গিয়ে দেখি প্রাচীরের উপর বেড়া দিচ্ছে মুকুলের পরিবার। আমি কয়েকটি কথা বলায় মহিলাদের সাথে কয়েকটি কথা হয়। তারপর আমি চলে আসি। মহিলাদের পিটিয়ে আহত করেছে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধে সেকল অভিযোগ উঠেছে সকল তথ্য মিথ্যা।

এবিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) মোস্তাফিজুর রহমান জানান, আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি এবং সেখানে স্থানীয়দের সাথে কথা বলেছি। ঐ জমি নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে মামলা চলছে। সেখানে প্রাচীর দেওয়া ছিল। প্রাচীর ভেঙ্গে যাওয়া মকুলের পরিবার বেড়া দেওয়াতে এ ঘটনাটি ঘটে। এসআই আব্বাসের বিষয়ে তিনি বলেন, কোন পুলিশ যদি মহিলাদের গায়ে হাত দেয় তাহলে ঘটনা তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

গাংনীর উপজেলা যুবলীগ তুমি কার?

গাংনী উপজেলা যুবলীগ এর সভাপতি মোশাররফ হোসেন এবং আহবায়ক পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম। এ নিয়ে এর সংগঠনটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে

এতে নেতৃত্বে দিচ্ছেন সংগঠনটির সভাপতি মো: মোশাররফ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মো: শফি কামাল পলাশ।

তবে উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক দাবিকারী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কোন আয়োজন করেছেন কিনা তা এখনো জানা যায়নি।

তাছাড়া গাংনী উপজেলা যুবলীগের যে কোন কর্মকান্ডে মোশাররফ হোসেন ও শফি কামাল পলাশের নেতৃত্ব ছাড়া এখনো মেয়র আশরাফুলের ইসলামের নেতৃত্ব তেমন চোখে পড়েনি।

এখানকার তৃণমুল নেতা কর্মীরা এখনো উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মো: মোশাররফ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মো: শফি কামাল পলাশকেই মনে করে এবং তাদের নেতৃত্বেই যে কোন সভা সমাবেশ করে থাকে।

- এ শাহিন সিদ্দিকি

পাঁচদিনেও কোন অগ্রগতি নেই

কিশোরগঞ্জ ও শরিয়তপুর টিটিসির পর মেহেরপুর কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (টিটিসি)তে রাতের আধারে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে।

টিটিসির ৭৫টি কম্পিউটারের র্যাম, প্রসেসর এবং একটি ল্যাপটপ চুরি হয়েছে। যেগুলোর আনুমানিক মূল্য ১৪ লাখ টাকা।

একই কক্ষে মূল্যবান দুটি প্রিন্টার ও দুটি প্রজেক্টর থাকলেও সেগুলো অক্ষত রয়েছে। চুরি হওয়া পাঁচ দিন পার হলেও এখন পর্যন্ত চোর শনাক্তের কোন অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। ফলে পরবর্তিতে একের পর এক টিটিসি গুলো এভাবেই চুরির কবলে পড়ে সরকারি সম্পদ খোয়া যাবে এমন আশংকা থেকেই যাচ্ছে।

তিনটি জেলার টিটিসিতে একই কায়দায় চুরির ঘটনা ঘটেছে। ফলে পুলিশের ধারণা সারাদেশে একই চক্র এই চুরির ঘটনা ঘটাচ্ছে। সিসিটিভির ফুটেজ ও চুরির ধরন দেখে মনে হচ্ছে সারা দেশের টিটিসি গুলোই তাদের টার্গেট।

রবিবার দিবাগত রাত ১টা থেকে সাড়ে ৩টার মধ্যে দুটি ট্রেডের তালা ভেঙে এ চুরির ঘটনা ঘটেছে। তবে কারা এর সাথে জড়িত এ বিষয়ে নিশ্চিৎ করা না গেলেও চোররা যে কম্পিউটার বিষয়ে পারদর্শি তাতে সন্দেহ নেই দাবি পুলিশের।

সরকারি ভবনে এতো বড় চুরির ঘটনায় জনমনে নানা প্রশ্ন উঠেছে। লাখ লাখ টাকার যন্ত্রপাতির কোন সুরক্ষা থাকেনা সরকারি অফিসে।

এ দায় কার প্রশ্ন সাধারণ জনগণের। ২.০২ একরের বিশাল ক্যাম্পাসে পাঁচটি ভবনে মাত্র একজন নিরাপত্তা কর্মী দিয়ে নিরাপত্তার কাজ করা হচ্ছে যা কখনোই নিরাপত্ত দেওয়া সম্ভব নয়।

নিরাপত্তা ব্যবস্থার জোরদার না করলে এ ধরণের ঘটনা বারবার ঘটতে থাকবে।
এদিকে চুরি হওয়ার পর থেকে শুধুমাত্র তত্তি¡য় ক্লাস গুলো হচ্ছে কোন ধরণের ব্যবহারিক ক্লাস হচ্ছে না। ফলে শিক্ষার্থীরাও বিপাকে পড়েছেন। তাদের মধ্যেও উৎকন্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে।

টিটিসির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম জানান, প্রতিদিনের ন্যায় রাত ১২টা পর্যন্ত আমি জেগে ছিলাম। এর পর ঘুমিয়ে যায়। সকালে অফিসে চুরির খবর পেয়ে কম্পিউটার রুমে গিয়ে দেখি দুটি কক্ষের তালা ভাঙা।

ভিতরে প্রবেশ করার পর চোখে পড়ে কম্পিউটারের সিপিইউ গুলো খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। সেগুলো থেকে র্যাম, প্রসেসর গুলো চুরি করা হয়েছে। এছাড়া একটি ল্যাপটপও চুরি হয়েছে। সিসি ক্যামেরার সময় অনুযায়ী রাত ১ টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ঘটনাটি ঘটেছে।
চুরির খবর পুলিশকে জানানো হলে পুলিশের একটি দল এসে চুরির আলামত সংগ্রহ করে এবং চুরি যাওয়া কক্ষ দুটি তাদের হেফাজতে নিয়েছে বলে তিনি জানান।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, সিসিটিভির ফুটেজ ও চুরির ধরণ দেখে মনে হচ্ছে অন্যান্য টিটিসির চুরির সাথে এই চুরির মিল রয়েছে।

পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী জানান, একই ভাবে এর আগে কিশোরগঞ্জ ও শরিয়তপুর টিটিসি তে চুরি হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। ওই দুই স্থানের চুরির সাথে এই চুরির যথেষ্ট মিল রয়েছে।

পরিদর্শক পর্যায়ের একজন গোয়েন্দা অফিসারকে তদন্তের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তদন্ত শেষ হলেই বিস্তারিত জানা যাবে। তবে মেহেরপুর টিটিসির নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি জানান, চুরির ঘটনার পরই টিটিসির নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। এ ধরণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দিয়ে প্রতিষ্ঠান নিরাপদ করা সম্ভব না।

নিজেস্ব প্রতিবেদক

আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে মেহেরপুরের স্থলবন্দর

অবশেষে অলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে স্থলবন্দর আন্দোলন। মেহেরপুর জেলায় একটি স্থলবন্দরের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে মেহেরপুরবাসী।
আর এই আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছেন মেহেরপুরের সন্তান কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা কমিটির সদস্য এম এ এস ইমন।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কতৃপক্ষ গত ৩ নভেম্বর একটি প্রস্তাবিত তালিকা প্রকাশ করেছে। প্রস্তাবিত তালিকায় নতুন করে ২টি স্থানে স্থলবন্দর তৈরি করার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই তালিকায় স্থান পেয়েছে মেহেরপুরের মুজিবনগর ও কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার প্রাগপুর। এ দিকে নতুন করে স্থলবন্দর প্রস্তাবিত তালিকায় আসায় মেহেরপুরবাসীর নতুন করে স্বপ্ন দেখছে।

জানা গেছে, ২০০৫ সালে সর্বপ্রথম এই স্থলবন্দরের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। পরবর্তিতে ২০১৪ সালে গঠন করা হয় মেহেরপুর স্থলবন্দর বাস্তবায়ন আন্দোলন ফোরাম। এই ফোরামের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এম এ এস ইমন। তিনি বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ে ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সমন্বয় করে স্থলবন্দর বাস্তবায়নের কাজকে

ত্বরাণিত করে চলেছেন।

এ প্রসঙ্গে এম এ এস ইমন বলেন, মেহেরপুর বাংলাদেশের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক জেলা। এই জেলার মুজিবনগর হচ্ছে বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুতিকাগার। অথচ এই জেলায় তেমন কোন শিল্পকারখানা বা বেকার সমস্যা সমাধানের কোন সুব্যাবস্থা নেই। মেহেরপুরের মুজিবনগর প্রতিবেশি দেশ ভারতের কাছাকাছি অবস্থিত। তাই ভারতের সাথে বানিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি করা আমাদের জন্য সহজ। এখানে যদি একটি স্থলবন্দর স্থাপন করা হয় তবে সেখানে অনেক বেকার যুবক-যুবতির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেই সাথে মেহেরপুরের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভুমিকা রাখবে।

তিনি আরো বলেন, এই বিষয়টি মাথায় নিয়ে আমরা প্রথমে কয়েকজন যুবককে সাথে নিয়ে স্থলবন্দরের দাবিতে আন্দোলন শুরু করি। পরবর্তিতে ২০১৪ সালে একটি ফোরাম গঠন করি। যার নাম দেওয়া হয় মেহেরপুর স্থলবন্দর বাস্তবায়ন আন্দোলন ফেরাম। এই ফোরামের নেতৃত্বে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। আজ আমার খুব ভালো লাগছে যে অবশেষে আমাদের পরিশ্রম, আমাদের সপ্নের স্থলবন্দর বাস্তবে রুপ নিতে যাচ্ছে। এটি মেহেরপুরবাসীর জন্য খুবই সুসংবাদ। আমরা আশা করবো এই প্রস্তাবিত স্থলবন্দর যেন দ্রুত বাস্তবায়ন করা হয়।

জানা গেছে, স্থলবন্দর বাস্তবায়ন আন্দোলন ফোরামের নেতৃত্বে ঢাকা প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন, মেহেরপুর জেলায় অনশন ধর্মঘট, বিভিন্ন মিছিল-মিটিং, সভা-সমাবেশ করা হয়। এ সকল কর্মসূচিতে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ স্বতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। মেহেরপুর স্থলবন্দর আন্দোলনের অন্যতম সদস্য বেলাল হোসেন। স্থলবন্দর প্রস্তাবিত হওয়ার খবরে তিনি বলেন, ইমনের নেতৃত্বে মেহেরপুরবাসীকে সাথে নিয়ে আমরা আন্দোলন করেছি। অবশেষে সেই আন্দোলনের স্বার্থকতা পেতে যাচ্ছি।

আন্দেলন কারীদের মধ্যে ফরিদ উদ্দিন, সাজ্জাদ হোসেন বলেন, স্থলবন্দর আমাদের কাছে সপ্নের মত। এটা বাস্তবে রুপ নিতে যাচ্ছে এর চাইতে আনন্দের খবর আর কি হতে পারে?
জাগো মেহেরপুর’র মুখপাত্র শোয়েব রহমান জানান, অবশেষে মেহেরপুরবাসী অন্ধকার থেকে আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। আমাদের সপ্ন পূরণের পথে।
স্থলবন্দর বাস্তবে রুপ নিতে যাচ্ছে এমন খবরে এলাকাবাসীর মধ্যে বইছে আনন্দের বাতাস। বেকার সমস্যা সমাধান সেই সাথে মেহেরপুরের

অর্থনৈতিক উন্নয়নের কার্যকরি সম্ভনা তৈরি হতে যাচ্ছে। সেই সাথে তৈরি হবে ব্যবসার নতুন দিগন্ত।

মেহেরপুর কোর্ট রোডের বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী আব্দুস সালাম বলেন, মেহেরপুরে স্থলবন্দর অত্যন্ত জরুরী। এখানকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক কাজ করবে। এছাড়াও আমাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে অনেক ভালো হবে। বিভিন্ন পন্য আমদানি রপ্তানী করে আমরা লাভবান হতে পারবো।

আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামান বলেন, স্থলবন্দর আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি, এটা প্রস্তাবিত হয়েছে শুনে খুব ভালো লাগছে। এলাকার উন্নয়নের জন্য স্থলবন্দর প্রয়োজন। এছাড়াও সাধারণ মানুষ সেখানে বিভিন্ন কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। চিকিৎসা নিতে যদি ভারতে যেতে হয় তবে খুব সহজেই পাড়ি দিতে পারবে।

জেলা মটরশ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান বলেন, স্থলবন্দর তৈরি হলে খুব ভালো হবে। আমাদের শ্রমিকদের কাজের অভাবে বসে থাকতে হবে না। তাছাড়া মটর গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রপাতী আমরা খুব সহজেই কম দামে কিনতে পারবো। বিভিন্ন ভারতীয় গাড়ি কম খরচে আনতে পারবো।
-মর্তুজা ফারুক রুপক